OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 420 - 432
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আল মাহমুদের সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতা

মোহাম্মদ আবদুল কাদের
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা
জৈতুন নাহার কাদের মহিলা কলেজ
Email ID: hkfeni@gmail.com
0009-0001-3850-9721

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Al Mahmud, Mass Media, Literature and Journalism, Bold Writing.

Abstract
Al Mahmud is known as a prominent poet, writer and thinker in Bengali literature. However, in addition to his literary identity, he also made important contributions as a journalist. In the 1960s, he actively engaged in journalism and worked for various newspapers and magazines. His journalistic career was a strong voice at the boundaries of literature, society and politics. Al Mahmud's journalism was truth-seeking and outspoken. He was involved in editing and writing for various newspapers including 'Kaler Kantho', 'Gana Kantho', 'Dainik Millat', 'Saptahik Kafila'. His writings reflected the problems of the common people, social inequality, political injustice and national consciousness. He saw journalism not just as a profession, but as a means of nation-building. His writings had the sensitivity of a poet as well as the perspective of a responsible citizen. Al Mahmud's journalistic activities have become a unique example of the fusion of literature and journalism. This research paper sheds light on Al Mahmud's journalistic contributions,He was a renowned Bangladeshi poet, novelist, and intellectual whose influence extended beyond literature to journalism.Although he is widely acclaimed for his poetic talent, Al Mahmud also played an important role as a journalist during a critical period in Bangladesh's socio-political history.Through his work in various newspapers such as Ganakantha, Dainik Millat, and Kafila, he highlighted national concerns, advocated for social justice, and promoted cultural identity.This paper highlights how his journalistic endeavors reflect the same depth, sensitivity, and commitment found in his literary work.Through a combination of poetic insight and fearless reporting, Al Mahmud emerged as a unique voice in Bangladeshi journalism - blending creativity with civic responsibility.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : কবি আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯) আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। তিনি নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আধুনিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ ভূবনে নিজের আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। কোলাহলপূর্ণ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সম্মৃদ্ধ জনপদ থেকে উঠে এসে বাংলা কাব্য জগতের শীর্ষে আরোহন করেছিলেন কবি আল মাহমুদ। তার কবিতায় আধুনিকতার সাথে সনাতন ঐতিহ্য ও গ্রাম বাংলার প্রকৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে স্বতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপদান করেছেন। পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতার ভূবনের আল মাহমুদের যাত্রার বিষয়টি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর যেভাবে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর, দ্বিতীয় কাব্য কালের কলস' এবং আলোচিত কাব্যসৃষ্টি সোনালী কাবিন' আর কবির মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ মায়াবি পর্দা দোলে উঠো' কাব্যসাহিত্য রসিকদের মধ্যে আলোড়নের ঢেউ তুলেছিল, তেমনি ভাবে প্রথম গল্পগ্রন্থ পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত বা গন্ধ বণিক বাংলা কথাসাহিত্যে আল মাহমুদের নতুন এক অভিযাত্রাকে অবারিত করে দিয়েছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে আল মাহমুদের এই অবস্থানবৃক্ষে গভীরতর শেকড় বিস্তৃত করেছে উপমহাদেশ', কাবিলের বোন', ডাহুকি' আর আত্ম জৈবনিক উপন্যাস 'যে ভাবে বেড়ে উঠি', বিচুর্ণ আয়নায় কবির মুখ' বা যে পারো ভুলিয়ে দাও' এর মতো অসাধারণ সৃষ্টি। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার প্রতিভার ছোয়ায় অনিন্দ্যসুন্দর ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে, তাছাড়া পত্র পত্রিকার সম্পাদনায় ও সাংবাদিকাতার ক্ষেত্রেআল মাহমুদ তার প্রতিভার সুস্পস্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ কবি আল মাহমুদ একাধারে একজন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, শিশু সাহিত্যিক, কথা সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে জাতীয় আত্মপরিচয় গড়ে তোলার নেপথ্যে কয়েকজন গুনীজনের কথা বলতে হয় তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আল মাহমুদের নাম অনস্বীকার্য, আল মাহমুদকে বাংলা সাহিত্য জগতের একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে কবি আল মাহমুদের সাহিত্যকর্ম সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করব।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী :

- আল মাহমুদের সাংবাদিকতা জীবনের বিশ্লেষণ
- সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে যোগসূত্র অন্বেষণ
- সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর সাংবাদিকতার প্রভাব মূল্যায়ন
- মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা
- বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ইতিহাসে আল মাহমুদের অবস্থান নির্ধারণ

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology) :

১. গবেষণার ধরন :

গুণগত (Qualitative) গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ, প্রাথমিক উৎস Primary Sources) :

- আল মাহমুদের লেখা সম্পাদকীয়, কলাম ও নিবন্ধসমূহ
- তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা (যেমন: গণকণ্ঠ, মিল্লাত, কাফেলা), সাক্ষাৎকার

মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) :

- আল মাহমুদের জীবনী ও তাঁর সাংবাদিকতাকে ঘিরে লেখা প্রবন্ধ, গবেষণা নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা, বিভিন্ন পুস্তক, জার্নাল, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট।

আল মাহমুদের সাংবাদিকতা : আল মাহমুদ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক হলেও তাঁর সাংবাদিকতা পেশার দিকটি অনেকের কাছে কম পরিচিত। তাঁর সাংবাদিকতার উপর একটি আর্টিক্যাল লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন দিক তুলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধরা যেতে পারে, যা শিক্ষার্থী, গবেষক এবং সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী পাঠকদের জন্য উপকারী হতে পারে। নিচে আল মাহমুদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মের একটি প্রবন্ধের প্রযোজণীয়তা তুলে ধরা হল -

পত্রিকা ও সম্পাদনা : আল মাহমুদ একাধিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' এবং 'দৈনিক জনকণ্ঠ'-এর মতো প্রভাবশালী পত্রিকায় কাজ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর সম্পাদিত নিবন্ধগুলো সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর লেখায় ছিল সঠিক তথ্য, গভীর বিশ্লেষণ, এবং সাহসী মন্তব্যের মিশ্রণ।

সাংবাদিকতায় দৃষ্টিভঙ্গি : আল মাহমুদের সাংবাদিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি সমাজের নিপীড়ীত ও শোষিত মানুষের পক্ষে কথা বলতেন। তাঁর সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।

লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব : সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হিসেবে আল মাহমুদ সবসময় সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর লেখার মাধ্যমে তিনি জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উত্তরাধিকার : আল মাহমুদের সাংবাদিকতার উত্তরাধিকার আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর সত্যনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে রয়ে গেছে।

কবি ও সাংবাদিকতার সমন্বয় : আল মাহমুদ বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কাব্যধারার প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত। তাঁর লেখায় বাংলার গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি এবং মানুষের অনুভূতির গভীরতা ফুটে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোতে যেমন বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্য ধরা পড়ে, তেমনি আধুনিকতার স্পর্শও বিদ্যমান। তাঁর জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'সোনালি কাবিন' বাংলা কাব্যজগতে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। এই গ্রন্থে তিনি প্রেম, প্রকৃতি এবং সামাজিক বাস্তবতার গভীরতা তুলে ধরেছেন। আল মাহমুদের কাব্য ও সাংবাদিকতা ছিল একে অপরের পরিপূরক। কবি হিসেবে তিনি মানবিক অনুভূতিগুলোর গভীরে গিয়েছেন, যা তাঁর সাংবাদিকতাকে আরও অর্থবহ করেছে। অপরদিকে, সাংবাদিকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। কবি এবং সাংবাদিক হিসেবে আল মাহমুদ বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং সাংবাদিকতার ধারা আজও পাঠক ও অনুসন্ধ্যানী মনের জন্য প্রাসঙ্গিক।[১]

১. আল মাহমুদের পেশাদার জীবনের বিশ্লেষণ : আল মাহমুদের সাংবাদিকতা ক্যারিয়ার তাঁর সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ নিয়ে একটি আর্টিক্যাল পাঠকদের তাঁর পেশাগত দক্ষতা এবং সাহিত্যের বাইরে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে।

২. ইতিহাস ও পটভূমি বোঝার সুযোগ : আল মাহমুদ যে সময় সাংবাদিকতা করেছেন, সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির উপর তার প্রভাব সম্পর্কে আর্টিক্যালটি ধারণা দেবে। এতে করে সেই সময়কার পত্রিকা এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

৩. সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সংযোগ : আল মাহমুদের সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার মধ্যে কী ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল, তা বিশ্লেষণ করা পাঠকদের জন্য শিক্ষণীয় হবে। বিশেষত, তাঁর কবিতায় সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার প্রভাব কীভাবে ফুটে উঠেছে তা বোঝা যাবে।

৪. গবেষণার উপাদান : সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আল মাহমুদের কাজ নিয়ে লেখা আর্টিক্যাল গবেষকদের জন্য একটি সমৃদ্ধ উৎস হতে পারে। এটি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণায় নতুন দিক উন্মোচন করবে।

৫. অনুপ্রেরণা প্রদান : আল মাহমুদের জীবন ও কাজের বিবরণ নতুন প্রজন্মের লেখক ও সাংবাদিকদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে। তাঁর সাহসী, সৃজনশীল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জীবন পেশাদার সাংবাদিকদের আদর্শ হতে পারে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. সাংবাদিকতার নীতিমালা এবং চ্যালেঞ্জ : তাঁর সময়ের সাংবাদিকতার নীতিমালা এবং চ্যালেঞ্জ কী ছিল, এবং সেগুলোর মোকাবিলায় তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তা আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাংবাদিকদের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান সম্ভব।

এ ধরনের আর্টিক্যাল কেবল আল মাহমুদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে না, বরং তাঁর সাংবাদিকতা পেশার গভীরতাও পাঠকদের কাছে তুলে ধরবে।

যে সকল পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে : বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি আল মাহমুদ তার সাহিত্যজীবনে অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তার সাহিত্যকর্ম মূলত কবিতা, ছোটগল্প এবং উপন্যাসে সমৃদ্ধ। ১৯৫০-এর দশক থেকে শুরু করে তার কবিতা ও সাহিত্যকর্ম বাংলাদেশের প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রিকা হল -

দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকা : সদ্য জন্ম নেওয়া দেশ পাকিস্তান, তখনো কলকাতার বিখ্যাত দৈনিকগুলো কলকাতার মফস্বল অঞ্চল পৌছত, তৎকালীন পত্রিকা সত্যযুগে 'ছোটদের মজলিশ নামে'[২] কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত -

১. চতুরঙ্গ : আল মাহমুদের কবিতার প্রথম দিকের প্রকাশনা এই পত্রিকায় হয়েছিল। তার প্রথম কবিতা 'লোক লোকান্তর' প্রকাশিত হয় এখানেই।

২. কল্লোল : এই পত্রিকায় তার বিভিন্ন কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত, যা তাকে সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিত করে তোলে।

৩. সচিত্র সন্ধানী : এটি ছিল একটি জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা, যেখানে আল মাহমুদের বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

৪. দৈনিক ইত্তেফাক : দেশাত্মবোধ এবং সামাজিক বিষয়ক কবিতাগুলো এখানে প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

৫. দৈনিক বাংলা : আল মাহমুদের কবিতা নিয়মিতভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। আল মাহমুদ বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। তিনি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য কবিতা এবং গদ্য রচনার জন্য পরিচিত। তাঁর অনেক কবিতা দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে 'দৈনিক বাংলা'। কিছু বিখ্যাত কবিতা এবং কবিতার বই যা তাঁর দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল, তা হল –

সোনালি কাবিন : আল মাহমুদের সেরা কাজগুলোর মধ্যে এটি একটি। প্রেম, প্রকৃতি এবং জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই কবিতা।[৩]

লোক লোকান্তর : এটি তাঁর প্রথম দিকের একটি বিখ্যাত কবিতা।

কালের কলস : সময় এবং সমাজের চিত্র তিনি অত্যন্ত দক্ষভাবে এঁকেছেন।

মায়াবী পর্দা দুলে উঠুক : এটি প্রেম, ব্যথা এবং অন্তর্দহন নিয়ে লেখা এক অসাধারণ কবিতা।

জলবেশ্যা : জল ও নারীর সম্পর্ক এবং এর গভীর ব্যঞ্জনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

৬. দৈনিক আজাদ : এটি ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তিনি তার সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পাঠকের মন জয় করেন।

৭. বিচিত্রা : এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকায় আল মাহমুদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশেষ সংখ্যায় তার সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আল মাহমুদের কবিতার মধ্যে দেশের মাটি, নদী, গ্রামীন জীবন এবং প্রেমের বিশেষ স্থান ছিল। তার কবিতাগুলো পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে নতুন এক ধারা তৈরি করে, যা বাংলা কবিতার অঙ্গনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দেয়। আল মাহমুদ একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদ ছিলেন, যিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজের জটিল দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার লেখনী এবং সাংবাদিকতামূলক কাজগুলো সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রবন্ধে তার কাজের মাধ্যমে সমাজে কীভাবে উপকারিতা এসেছে তা আলোচিত হবে।

গবেষনায় সমাজের উপকারিতা -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১. সমাজের সমস্যা চিহ্নিতকরণ : আবু মাহমুদ তার লেখনীতে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন দুর্নীতি, অসাম্য, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা, এবং নারীর প্রতি বৈষম্য ইত্যাদি। এসব সমস্যা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি তার লেখার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এর ফলে সমাজের অনেকেই এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে এবং কার্যকর উদ্যোগ নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

২. নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রচার : তার প্রবন্ধগুলোতে নৈতিকতার গুরুত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ চর্চার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি তার লেখার মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন নৈতিকভাবে সঠিক এবং মানবিক আচরণ করতে। এর ফলে সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধের প্রচার ঘটেছে।

৩. সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা : সাংবাদিক হিসেবে আবু মাহমুদ মুক্ত মত প্রকাশের পক্ষে ছিলেন। তিনি সাংবাদিকতার মাধ্যমে সত্য তুলে ধরতে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে সাহায্য করেছেন।

৪. তরুণদের প্রেরণা দেওয়া : তার লেখায় তরুণ প্রজন্মকে উন্নত ভবিষ্যতের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণাবলী কীভাবে তৈরি করা যায়, সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। এর ফলে তরুণদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা : আল মাহমুদ তার প্রবন্ধ ও সাংবাদিকতায় সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি সমাজের অবহেলিত অংশের দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার ছিলেন।

গবেষণার ফলাফল : আল মাহমুদ, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী কবি, ছিলেন একজন খ্যাতিমান সাংবাদিকও। তাঁর সাংবাদিকতা এবং প্রবন্ধে সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের জীবনকে কেন্দ্রকরে গভীর পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। তাঁর সাংবাদিকতা প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণার ফলাফল বা উপসংহার হতে পারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো-

১. সমাজ ও রাজনীতির গভীর পর্যবেক্ষণ : আল মাহমুদের সাংবাদিকতা প্রবন্ধে সমাজ এবং রাজনীতির বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। তিনি সমসাময়িক সমাজের সমস্যাগুলো যেমন দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোতে সমকালীন সমাজের সংকট এবং পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিক দিকগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন : আল মাহমুদের সাংবাদিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয় এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন এবং এই বিষয়গুলো তাঁর লেখনীতে প্রভাব ফেলেছে।

৩. গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা : তাঁর সাংবাদিকতায় সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি শ্রমজীবী মানুষের জীবন, তাদের সংগ্রাম এবং তাদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে চিন্তা করেছেন। এটি তাঁর লেখনীকে জনমুখী করেছে।

৪. সাহিত্যিক ভাষার ব্যবহার : আল মাহমুদের সাংবাদিকতার একটি বিশেষ দিক ছিল তাঁর লেখায় সাহিত্যিক ভাষার প্রাধান্য। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাধারণত সরল ও বস্তুনিষ্ঠ ভাষার ব্যবহার প্রচলিত, কিন্তু আল মাহমুদ তাঁর লেখায় সাহিত্যিক রসবোধ এবং চিত্রকল্পের মাধ্যমে পাঠকদের আকৃষ্ট করেছেন।

আল মাহমুদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা একে অপরকে পরিপূরক করেছে। তার সাংবাদিকতা অভিজ্ঞতা তার সাহিত্যকর্মে বাস্তবতার ছাপ ফেলেছে। তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের নানা দিক তুলে ধরেছেন। আল মাহমুদের সাংবাদিকতা জীবন তার সাহিত্যিক প্রতিভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বাংলা সাহিত্যে তার অবদানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. সমকালীন সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা : তাঁর সাংবাদিকতা প্রবন্ধগুলো কেবল সমস্যা চিহ্নিত করেই থেমে থাকেনি; বরং সমস্যার সমাধানের জন্য পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। এই বিষয়টি তাঁর লেখনীর একটি ইতিবাচক দিক।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতা : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি দৈনিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে ১৯৭৪ সালে রাজনৈতিক কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি দীর্ঘদিন কারাবন্দি ছিলেন।[৪]

সাংবাদিকতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি : আল মাহমুদ সাংবাদিকতা সম্পর্কে বলেছিলেন, "আসলে সাংবাদিকতার ভেতরে একটা মজা আছে। সে মজাই যদি কেউ একজন নিজে অনুভব করে তাহলে সে সাংবাদিক হতে পারে।" কবি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন–

> "আমি যখন সাংবাদিকতা করি, তখন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ বিশ্বাস করতাম যে, সাংবাদিকতার চেয়ে উন্নত পেশা আর নেই। আপনারা বোধ হয় জানেন না আমি যখন গণকণ্ঠের সম্পাদক ছিলাম তখন একটা নিউজের রিজয়েন্ডার ছাপার জন্য কোনো এক ব্যক্তি বা কোম্পানি একটা গাড়ি অফার করেছিল। গাড়ি আজকে কিনে দেবে। নগদ। একটা রিজয়েন্ডার চার লাইনে ছেপে দিতে হবে। আমি কিন্তু রাজি হইনি। সাংবাদিকতা করতে এসে সাংবাদিকতার পক্ষে দাঁড়িয়েছি। জেল খেটেছি। মাথা কিন্তু আমি নত করিনি। কিন্তু আমি বলতে চাই না, সাংবাদিকদের সংঘবদ্ধতার অভাবে, কিংবা একদেশদর্শিতার কারণে, আমি এই পেশা ছেড়ে দিয়েছি। আমি বহুদিন প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে পর্যন্ত হাঁটতাম না। পরে আমাকে আপস করতে হয়েছে। আপস করে সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়েছি। আমি মনে করি যে, আমি সাংবাদিকতার যে আদর্শে বিশ্বাস করতাম, আমার দ্বারা তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অনেক তরুণ সাংবাদিককে আমি জানতাম, তাদের কোনো তুলনা হয় না। তারা আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি বলতে চাই না যে, আমি ছেড়ে দিয়েছি বলে সাংবাদিকতার কোনো দোষ আছে। বরং আমারই দোষ। আমি পারিনি বলে ছেড়ে দিয়েছি।"[৫]

- **সাংবাদিকতার জীবন :** শৈশব থেকেই কবি আল মাহমুদের কর্মময় জীবনে ছিলো সাহিত্যের পদচারণা। লেখালেখিই ছিল তার কর্মজীবনের মূল উপজীব্য। তাঁর সৃজনশীল লেখনী, প্রেম, প্রকৃতি আর জীবনবোধের প্রকাশ কর্মজীবনের সাথে একই স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে।
- ঢাকায় এসে আল মাহমুদ ১৯৫৪ সনে প্রথমে 'দৈনিক মিল্লাত'[৬] পত্রিকায় প্রুফ রীডার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, ১৯৫৫ সনে মিল্লাত ছেড়ে তিনি কাফেলায়[৭] যোগ দেন সহ-সম্পাদক হিসাবে।
- ১৯৫৭-৬২ সালে তিনি ড্রেজার ডিভিশনে গেজ রিডার পদে এবং লাইফবয় সাবানের সেলসম্যান হিসেবে চাকরি করেন।
- ১৯৬৩ সনে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক[৮] - এ প্রুফ রীডার হিসাবে যোগ দেন। পরে সেখানে তিনি মফস্বল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৬৮ সনে সাময়িকভাবে 'ইত্তেফাক' বন্ধ হলে তিনি চট্টগ্রামে বই ঘর-এর প্রকাশনা কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দেন। এ সময়ই অর্থাৎ ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'সোনালী কাবিনের' সনেটগুলো রচিত হয়।
- ১৯৬৯ সালের ৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক পুনরায় চালু হলে তিনি তাতে সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইত্তেফাক কার্যালয় গুড়িয়ে দিলে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে গিয়ে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের ৮নং থিয়েটার রোডে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিরক্ষা বিভাগের স্টাফ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৯]
- দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি গ্রুপ ঢাকাস্থ র‍্যাঙ্কিং স্ট্রীট অফিসে 'দৈনিক গণকণ্ঠ'[১০] প্রকাশ করলে আল মাহমুদ তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সরকার-বিরোধী র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা হিসাবে গণকণ্ঠ সরকারের রোষানলে পতিত হয় এবং ১৯৭৪ সালের মার্চে আল মাহমুদ কারারুদ্ধ হন। এর তিন দিন পর গণকণ্ঠও বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ১ বছর কারাভোগের পর ১৯৭৫ সালে মুক্তি পান। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তৎকালীন সরকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সনে নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে শিল্পকলা একাডেমীতে[১১] সহকারী পরিচালক নিযুক্ত করেন। ১৮ বছর চাকরি করার পর তিনি ১৯৯৩ সনের ১০ জুলাই শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৯৩ সাল থেকেই 'দৈনিক সংগ্রামে'[১২] সহকারী সম্পাদক হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন।

- ১৯৭৮ সালে কবি আল মাহমুদ তৃতীয় বিশ্বগ্রন্থমেলায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।
- আশির দশকে ভারতের ভূপালে এশীয় কবিতা সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি একাধিকবার ভারতের দিল্লি এবং কলকাতার আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার লেখক ও কলামিস্ট হিসেবে কাজ করেন। সমকালীন বাংলা কাব্যে তিনি অন্যতম প্রধান শক্তিমান কবি হিসাবে পরিচিত। তবে কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আল মাহমুদ এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সাহিত্য জীবন : পঞ্চাশ দশকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি আল মাহমুদ। প্রায় ৬ দশক ধরে বিরতিহীন লিখে চলেছেন তিনি। গ্রন্থ-সাময়িকপত্র-সভা-সেমিনার-অনুষ্ঠান-বেতার-টেলিভিশন-সর্বত্র তাঁর অবাধ-সাবলীল বিচরণ আজও আমাদেরকে প্রেরণা যোগায়। কবি-কথাশিল্পী বাঙালির সরব ভাষ্যকার আল মাহমুদ! সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হন ১৯৭১-এর অব্যবহিত পরে। তখন তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কবিতা রচনা ছাড়াও আল মাহমুদ প্রায় নিয়মিত লিখছেন উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-কলাম-শিশুতোষ রচনা।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সত্যযুগ'[১৩] পত্রিকায় তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সাল। প্রখ্যাত সম্পাদক তাঁকে তখন গদ্য লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সত্যযুগ-এ তখন মাহমুদের একটি কবিতাও ছাপা হয়েছিল। পরে ১৯৫৫ সালে বুদ্ধদেব বসু[১৪] (১৯০৮-১৯৭৪) তাঁর কবিতা পত্রিকায়' আল মাহমুদের তিনটি কবিতা-প্রবোধ' একদিন অন্ধকারে' ওসিস্ফনি' প্রকাশ করেন। সেই থেকে অবিরাম প্রায় ৬০ বছর ধরে লিখেছেন কথাকারিগর আল মাহমুদ।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সত্যযুগ পত্রিকায় তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সাল। প্রখ্যাত সম্পাদক তাঁকে তখন গদ্য লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সত্যযুগ-এ তখন মাহমুদের একটি কবিতাও ছাপা হয়েছিল। পরে ১৯৫৫ সালে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) তাঁর কবিতা পত্রিকায়' আল মাহমুদের তিনটি কবিতা-প্রবোধ', একদিন অন্ধকারে' ও সিস্ফনি' প্রকাশ করেন। সেই থেকে অবিরাম প্রায় ৬০ বছর ধরে লিখেছেন কথাকারিগর আল মাহমুদ।

সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্র ধরে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আল মাহমুদ ঢাকা আগমন করেন। সমকালীন বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী[১৫] সম্পাদিত ও নাজমুল হক প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাফেলা পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে সাংবাদিকতা জগতে পদচারণা শুরু করেন। ১৯৫৫ খ্রি. কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলা পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে সক্রিয় থেকে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে, চেতনায় ও ভাবভঙ্গীতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।[১৬]

১৯৫০-এর দশকে যে কয়েকজন লেখক বাংলা ভাষা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন তাদের মধ্যে আল মাহমুদ একজন। কবি আল মাহমুদ তার অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসের জন্যও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর (১৯৬৩) সর্বপ্রথম তাকে স্বনামধন্য কবিদের সারিতে জায়গা করে দেয়। ১৯৭১ সালে তিনি ভারত গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশ নেন। যুদ্ধের পরে দৈনিক গণকণ্ঠ নামক পত্রিকায় প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসেবে যোগ দান করেন। সম্পাদক থাকাকালীন সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে এক বছরের জন্য কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার শহরমুখী প্রবণতার মধ্যেই ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবন প্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে তাঁর কবিতায় অবলম্বন করেন। নারী ও প্রেমের বিষয়টি তার কবিতায় ব্যাপকভাবে এসেছে। উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হিসেবে নারীর যৌনতা, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের লালসাকে তিনি শিল্পের অংশ হিসেবেই দেখিয়েছেন।[১৭] আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তার অনন্য কীর্তি। ১৯৬৮ সালে লোক লোকান্তর ও কালের কলস নামে দুটি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি[১৮] পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর সবচেয়ে সাড়া জাগানো সাহিত্যকর্ম সোনালি কাবিন।

ষাটের দশকে কবি আল মাহমুদ কার্যকর সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। সংবাদপত্রের প্রারম্ভিক কাজ সংশোধন বিভাগ থেকে ধাপে ধাপে সহ-সম্পাদক, মফস্বল সম্পাদক এবং এরপর একটি রেডিক্যাল দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের এক দীর্ঘ ক্যারিয়ার ছিল আল মাহমুদের সাংবাদিক জীবনের। সম্পাদক হিসাবে কারাগারের জীবনই আল মাহমুদের ব্যক্তি, আদর্শ ও জীবনবোধকে পাল্টে দেয়। কারাগার থেকে বের হয়ে আল মাহমুদের সাংবাদিকতায় যুক্ত হবার মতো কোন পেশাগত অবকাশ ছিল না। তখনকার সরকার প্রধান আল মাহমুদকে মনন চর্চার আরেক ক্ষেত্র শিল্পকলা একাডেমির সহকারী পরিচালকের চাকরি দেন। একজন সম্পাদকের জন্য মানানসই দায়িত্ব এটি না হলেও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাসমৃদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে আল মাহমুদ সংসার চালানোর জন্য এ কর্মক্ষেত্রকে মেনে নেন। আর এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে কবি অবসর গ্রহণ করেন।

আল মাহমুদের পেশাগত জীবন গণমাধ্যম থেকে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর হলেও সংবাদপত্রের সাথে কবির সম্পর্ক বরাবরই চলমান ছিল। নামে বেনামে কলাম প্রবন্ধ নিবন্ধ সাহিত্যালোচনা অব্যাহত থাকে কবির। সংবাদপত্রের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ সব সময় লক্ষ্য করা যায়। সংবাদপত্রের ভাষার মধ্যে যেখানে যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান থাকে মুখ্য, সেখানে সাহিত্য সমাজের সেই অর্থে দর্পণের ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে পালন করে না। সাহিত্য সৃজনশীল কল্পনা আর বাস্তবতার মিশেলে সমাজকে তুলে ধরে ভবিষ্যতের জন্য পথ দেখায়, বিনোদনের উপকরণ হয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু তৈরি করে।

সংবাদপত্রে ও সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা সংবাদপত্রকে সাহিত্য থেকে আলাদা করেছে। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়।" সাহিত্যের ভাষা কাব্যিক, তথ্য ভিত্তিক বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক হতে পারে। কিন্তু সংবাদের ভাষা অবশ্যই তথ্য ভিত্তিক বা তথ্যের বাহক হতে হয়। তবে বর্তমানে ফিচার ধর্মী সংবাদগুলো কিছুটা বিশ্লেষণাত্মক তবে তাও সাহিত্যের মতো কল্পনাশ্রিত নয়। সাহিত্যের কলেবরে শব্দ চয়ন ও ভাবাবেগ প্রকাশ করা হয়। আর সংবাদপত্রের পাতায় সংবাদের তথ্যগুলো প্রকাশ করা হয়। তা না হলে কোনটা সংবাদ পরিবেশনা আর কোনটি কল্পিত বা রুপায়িত সাহিত্য তা আলাদা করা যাবে না।

সাহিত্যের সুচনা লগ্নে সাহিত্য হয়তো আজকের রূপে ছিল না। সংবাদের শুরুর যুগে সংবাদের ভাষাও আজকের মত ছিল না, বস্তুনিষ্ঠতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছে এমনটাও নয়। তবে অনেকগুলো কারণে সংবাদের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা আলাদা রূপ নিয়েছে। সংবাদপত্রের ভাষার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট থাকে। যেমন - সংবাদপত্রের ভাষা হয় সহজ, সরল, স্বচ্ছ যেন পাঠক ও শ্রোতা তা সহজেই বুঝতে পারেন। যেহেতু পাঠক-শ্রোতার মধ্যে পন্ডিত যেমন আছেন, তেমনি রয়েছেন নামমাত্র সাক্ষর ব্যক্তিও। তাই এতে ব্যবহৃত ভাষা হয় এমন যেন সকলেই তা বুঝতে পারেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুলালোচিত কথা হল, সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে।

আল মাহমুদ তার দীর্ঘ সৃষ্টি জীবনে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রেখে দুটোকে এক সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আল মাহমুদের মতো আহসান হাবিব, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন বা আল মুজাহিদীও সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে তারা আল মাহমুদের মতো তৃণমূল পর্যায়ের সংবাদ সংশোধন, সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে সংবাদপত্রের সর্বোচ্চ পদে বসেননি। সংবাদপত্রে তাদের কর্মপরিধির মূল অংশটাই ছিল সাহিত্য পাতা সম্পাদনা অথবা সম্পাদকীয় বা কলাম লেখা পর্যন্ত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবি আল মাহমুদ অল্প বয়সেই সাংবাদিকতার সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেন। ঘুরে ফিরে তিনি এ পেশাতেই থেকেছেন। সাংবাদিকতাকে তিনি নানাভাবে উপভোগও করেছেন। এ পেশার সকল পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করার কারণে তিনি এর ভেতর বাহির ভাল করে জানেন। তিনি জানেন এর ভাল মন্দ। কবি নিজেই বলেছেন, 'আমি হঠাৎ একদিন সম্পাদক হয়ে যাইনি, সংবাদপত্রের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে এসেছি। এ জন্যে সংবাদপত্রের ভেতরে বাইরে সবটা আমি জানি। সংবাদপত্র কিভাবে গঠিত হয়, কিভাবে পরিচালিত হয়, আমি জানি। সাংবাদিকতায় যতোটা এগিয়েছি তা পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এসেছি। আমাকে কেউ দয়া টয়া করেনি। নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রমের বলে আমি একটা একটা সীমারেখা পার হয়ে এসে সম্পাদক হয়েছি।

কবি নিজের জীবন থেকেই অনুভব করেছেন, 'আসলে সাংবাদিকতার ভেতরে একটা মজা আছে। সে মজাই যদি কেউ একজন নিজে অনুভব করে তাহলে সে সাংবাদিক হতে পারে।' সাংবাদিক হিসাবে একটি বিশেষ স্মৃতির কথা মাঝে মধ্যেই কবি বলতেন। এক সাক্ষাতকারে সেটি তিনি উল্লেখও করেছেন। তার স্মৃতিচারণাটা ছিল এরকম - "পাকিস্তান আমলের একটা কথা বলি। আমি তখন ইত্তেফাকে মফস্বল এডিটর। মফস্বল এডিটর মানে প্রাদেশিক নিউজের চার্জে আছি। আমার কাছেই সবাই আসে। আমার টেবিলেই সর্বদা ভিড় লেগে থাকে। আর কোথাও ভিড় নেই। এই সময় একটা খবর পাই যে, অভাবের তাড়নায় দেশের উত্তরাঞ্চলের মেয়েরা চুল বিক্রি করে ফেলছে। এটা বাংলাদেশ হবার প্রায় চার বছর আগের কথা। মফস্বল এডিটর হিসেবে আমার কাছেই এই নিউজটা আসে। আমি ওই বিবরণীটার উপর একটা নিউজ দাঁড় করালাম। চুলের ইতিহাস দিয়ে বাঙালী মেয়েদের চুল সম্পর্কে আগে কে কি বলেছেন, অতীত ইতিহাস টেনে একটা নিউজ লিখলাম। লিখে আমি নিউজ এডিটর সিরাজউদ্দীন সাহেবের (শহীদ সাংবাদিক) কাছে গেলাম। উনাকে আমি নিউজটা দিয়ে বললাম, প্রথম পাতায় এটা দেয়া দরকার। তিনি বললেন, ও আচ্ছা দিয়ে দে। তুই মার্ক করে রেখে যা। তিনি আরো বললেন, মফস্বল নিউজ ফাস্ট পেজে দিতে চাস? এরপর পাশের রুমে এসে আমরা সিগারেট খাচ্ছি। উনার সামনে আমরা অনেকেই সিগারেট খেতাম না। সিরাজ ভাই হঠাৎ নিউজটা হাতে নিয়ে উঠে চলে আসলেন। এ রকমটি কখনো তিনি করেন না। এসেই হাঁক ছাড়লেন, কিরে কি করছিস? আমি বললাম, চা খাচ্ছি। আসলে তো সিগারেট খাচ্ছি। ধোঁয়া দেখেই উনি আর ভেতরে ঢোকেননি। শুধু বললেন, একটু আয়। ডাক শুনে আমি তো সিগারেট ফেলে দে দৌড়। আমাকে দেখে বললেন, তোর নিউজটা পড়লাম। হ্যাঁ, এটা লিড নিউজও হতে পারে। তবে তুই নিউজটা আবার পড়। নিউজের ভেতর কিছু ত্রুটি আছে। আমি বারবার পড়ি। বুঝতে পারছি না। এমন ফাস্ট ক্লাস লিখেছি। আমার গদ্য ভালো, বোঝো না। অহংকারই হল। সিরাজ ভাই আবার মনোযোগ দিয়ে তা পড়লেন, পরে আমার সামনে এরকম (হাত দিয়ে দেখিয়ে) ঢিল দিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ভাল করে পড়। আমি আবার পড়লাম, কিছুই ধরতে পারছি না। তখন উনি বললেন কি দেখো, এ দিকে আয় বলে ডাকলেন। উনি যেখানে বসেন তার পেছনে দাঁড় করালেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি। উনি শুধু লাস্ট স্লিপটা ছিঁড়ে সেটা সামনে এঁটে দিলেন। বললেন, এটা ইনট্রো কর। এটা ইনট্রো করে পড়তো, পড়লাম। পড়ে একদম বেকুব হয়ে গেলাম। গোটা নিউজটা একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, কি ঠিক আছে? ওকে, এটা সেকেন্ড লিড করে দিলাম। পরের দিন রয়টার ইত্তেফাককে কোট করলো নিউজটার জন্য।

আল মাহমুদ সাংবাদিক হিসাবে সাপ্তাহিক কাফেলা, দৈনিক মিল্লাত, ইত্তেফাক, গণকণ্ঠ, সংগ্রাম, পালাবদল, কর্ণফুলিসহ বিভিন্ন পত্রিকায় আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিকভাবে কর্মজীবনের নানা সময়ে কাজ করেছেন। শিল্পকলা একাডেমীতে চাকরী করলেও কলামিস্ট হিসেবে তিনি লেখালেখি করতেন। সংবাদপত্রের সাথে তাঁর যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। সাংবাদিকতার জীবন বেছে নেয়ার পেছনে কবি আল মাহমুদের অন্য একটি বিশ্লেষণও রয়েছে। তিনি মনে করেন, -

> "সাংবাদিকতায় একটা প্রাত্যাহিক উত্তেজনা আছে। কালকে যা মানুষ জানবে তা একদিন আগেই সাংবাদিকরা জেনে যায়। সংবাদপত্রে থাকলে এই একরাত এগিয়ে থাকা যায়। এর জন্য সংবাদপত্রের পেশা একটা উত্তেজক পেশা।"[১৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সব মিলিয়ে বলা যায় কবি আল মাহমুদ প্রকৃতপক্ষেই সাংবাদিক কবি। আর কবি হওয়ার কারণে তাঁর গদ্য অসম্ভব শক্তিশালী। আমাদের মতে কবিদের মধ্যে তাঁর রচিত গদ্য সব থেকে উত্তম ও পাঠক নন্দিত। প্রায় অন্ধের মতো অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পত্র পত্রিকায় আমৃত্যু লিখেছেন তিনি। অনুলিখনের মাধ্যমে এসব লেখা পাঠকের সামনে আসতে দেরি হয়নি।

সে যাইহোক আল মাহমুদের সক্রিয় সাংবাদিকতা সময়ের গদ্য চর্চার ভাষা এবং অন্য সময়ের গদ্য ভাষার মধ্যে একটি সুক্ষ্ম পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। যদিও আল মাহমুদ সাহিত্য চর্চাকে মন ও মননের আকাঙ্ক্ষা আর সাংবাদিকতাকে সংসার নির্বাহের অবলম্বন হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আল মাহমুদ কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে যেমন কাঠামোগতভাবে ভাঙা গড়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এগিয়ে গেছেন, তেমনিভাবে গদ্য চর্চায় আল মাহমুদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। এই পরীক্ষা যেমন গদ্য ভাষায় তেমনিভাবে গল্পের কাঠামো বা বিষয় বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। আল মাহমুদের পানকৌড়ির রক্ত গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর ভাষা এবং সৌরভের কাছে পরাজিতের অনেক গল্পের গদ্যভাষা এক দেখা যায় না। আবার আত্মজৈবনিক উপন্যাস, যেভাবে বেড়ে উঠির গল্প কাঠামোতে যেমন বৈচিত্র রয়েছে, তেমনিভাবে এর গদ্যভাষাও একেবারেই আলাদা। এ গদ্যভাষার সাথে মোটাদাগে সৌরভের কাছে পরাজিতের গদ্যভাষার মিল নেই। এমনকি পানকৌড়ির রক্তের গদ্য ভাষার সাথেও এর অধিকাংশ গল্পের ভাষার বেশ কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকের মফস্বল বিভাগের সম্পাদক অথবা দৈনিক গণকণ্ঠের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের সময়কালের গল্প ভাষার সাথে পঁচাত্তর উত্তর কবির গদ্য ভাষায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তৃষিত জলধি ও সৌরভের কাছে পরাজিতসহ বেশ কিছু গল্পের অবয়ব দেয়া হয়েছে সাধারণভাবে কম্যুনিকেটিভ গদ্য দিয়ে। সাধারণ ভাষা দিয়ে অসাধারণ কিছু ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এসব গল্পে, যেটি আমরা আবুল মনসুর আহমদের গল্পগুলোতে দেখতে পাই।

যেভাবে বেড়ে উঠি যখন কবি লিখছিলেন তখন পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইন খানের এক ধরনের তাড়ার মধ্য দিয়ে আল মাহমুদ এর পর্বগুলো লিখেন। পত্রিকাটির একজন জুনিয়র সংবাদকর্মী হিসাবে তার নৈমিত্তিক লেখা ও ভাবনার পরিবেশ অবলোকন করার পর সেটি যখন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে তা পড়ে বেশ বিস্ময়ের সৃষ্টি হত। আর পুরো বইটি ওবায়েদ ভাই ও বুলবুল সরওয়ারের সাথে অঙ্গীকার প্রকাশনী থেকে যখন প্রকাশের জন্য নতুন করে পড়া শুরু করি তখন এটিকে অসাধারণ এক সৃষ্টি মনে হয়। এটি নিয়ে আলোচনা সমালোচনাও কম হয়নি। কেউ কেউ ভেবেছেন, এটি যদি কবির আত্মজীবনী হবে তবে তা জীবনী বর্ণনার মতো না হয়ে উপন্যাসের মতো কেন মনে হবে? শেষ পর্যন্ত বইটি চিহ্নিত হয় আত্মজৈবনিক উপন্যাস হিসাবে।

যেভাবে বেড়ে উঠি প্রকাশের পরও কবির সাথে এক যুগের বেশি সময় ঘনিষ্ঠভাবে পার করার সুযোগ ঘটে। এ সময়টাতে অন্যান্য দৈনিক ও সাময়িকীর পাশাপাশি অঙ্গীকার, নতুন ঢাকা ডাইজেন্ট, পালাবদল ও অঙ্গীকার ডাইজেস্টে কবির লেখা নিয়মিত বের হত। এর অনেকগুলোতে কবির লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। আর পাক্ষিক পালাবদলের উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে আল মাহমুদের নাম ছাপা হলেও তিনি ছিলেন পত্রিকাটির কার্যত সম্পাদক। দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পত্রিকার প্রতিটি সম্পাদকীয় ছিল আল মাহমুদের লেখা। একই সাথে তিনি লিখতেন সুবৃহৎ উপন্যাস কাবিলের বোন, ডাহুকি, যে পারো ভুলিয়ে দাও অথবা মরু মুষিকের উপত্যকার পর্বগুলো। কবির সম্পাদকীয়ের ভাষা, বক্তব্য ও আবেদন আর সাহিত্য রচনার ধরন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যে আল মাহমুদের আবির্ভাব এদেশের গদ্যসাহিত্যের অভিযাত্রায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি যখন গল্প-কাঠামো নির্মাণ করেন, তখন যেন খুব সাবধানে তৈরি করেন বাংলাদেশের বুক। আল মাহমুদ গল্প লিখেছেন ধীরে-সুস্থে; খ্যাতি ও প্রশংসার আকর্ষণ তাঁকে টলাতে পারেনি। তাঁর গল্প-পরিকল্পনায় ও পরিবেশনশৈলীতে রয়েছে নিবিড়চিন্তার ছাপ। প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবু রুশদ মন্তব্য করেছেন –

> "বাংলাদেশে আল মাহমুদের সমতুল্য অন্য কোনো কবির হাত থেকে এত কয়টা ভালো গল্প বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। এটা তাঁর সাহিত্যিক গুরুত্বে ঈর্ষণীয় মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস।"[২০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথাশিল্পী আবু রুশদের ব্যাপারে আল মাহমুদও অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। পাক্ষিক পালাবদলের উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে আল মাহমুদের পরামর্শে আমরা সৈয়দ আলী আহসান ও আবু রুশদের কলাম নিয়মিত প্রকাশ করতাম। আবু রুশদ তখন অনেকটাই নিবৃতচারি হয়ে গিয়েছিলেন। তোপখানা রোড়ের একেবারেই কাছাকাছি একটি বাড়িতে থাকতেন। অনেক বড় জায়গা জুড়ে প্রাচির ঘেরা ভিটিতে একটি সুন্দর টিন সেড ঘরে তিনি থাকতেন। বিচিত্র ধরনের গাছ আর পাখ পাখালির কলকাকলি ভরা এই বাড়িতে গেলে মনেই হত না সচিবালয়ের কয়েকশ গজের মধ্যে এমন এক গ্রামিণ পরিবেশ থাকতে পারে, যেটাকে একেবারে অজ পাড়াগাঁ মনে হত। আবু রুশদের এই বাড়িতে তখন মাঝে মধ্যে শওকত ওসমানকেও পাওয়া যেতো। এই দুজন স্বনামধন্য কথাশিল্পীর মধ্যে সম্পর্কে সম্ভবত অন্য রকম হৃদ্যতা ছিল। এ সময় পালাবদলের লেখার জন্য কবি শাকিল রিয়াজ ও মিলন ইসলামও মাঝে মাঝে যেতেন। পরে পালাবদলের এই দায়িত্ব অর্পিত হয় হুমায়ুন সাদেক চৌধুরির (এখন মরহুম) উপর।

মানুষ-জীবন-প্রত্যাশা-প্রাপ্তি ছিল আল মাহমুদের গল্পের মূল ক্যানভাস। নারী, তার রূপের বর্ণনা, প্রকৃতির সাথে নারীর তুলনা, পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান এবং নিয়তির অমোঘতা তাঁর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। ‘পানকৌড়ির রক্ত’ গল্পে চিত্রিত হয়েছে আল মাহমুদের গভীর গ্রামপ্রীতি। গল্পকথক গল্পটির প্রারম্ভেই প্রকৃতির বিচিত্র রঙ আর শোভার সাথে ভালোলাগার মানুষকে মিলিয়ে অনুভব করেন। পানকৌড়ির আভরণ-সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হন তিনি; মনে পড়ে যায় সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর মুখ-আদল। রোদে গায়ের পানি শুকাতে-থাকা পানকৌড়ির মাঝে তিনি যেন কেবলই দেখতে পান চুল-শুকাতে-থাকা স্ত্রী নাদিরার কোমল মুখ। গল্পকার ভালোবাসেন দেশকে আর প্রিয় মানুষকে। তাই দেশের, প্রকৃতির নির্মলতায় বারবার খুঁজে ফেরেন প্রিয়তমার প্রতিচ্ছবি।

উপসংহার : আল মাহমুদ কেবল একজন কবি ও লেখকই নন, একজন নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকও ছিলেন। তাঁর সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা আজও বাংলাদেশে অনুসরণীয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের অনন্য সংমিশ্রণের উদাহরণ হয়ে থাকবে। আল মাহমুদ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন, তিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি প্রতীক। তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং সাংবাদিকতার গুণাবলী নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

Reference:

১. আল মাহমুদ, সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পাদিত), আল মাহমুদ : সাক্ষাৎকার (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৩), পৃ. ৩৬-৩৭
২. জাকির আবু জাফর, আল মাহমুদ : যেমন দেখেছি তাঁকে, সরল রেখা প্রকাশনি, ঢাকা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০০০, পৃ.২৭
৩. আল মাহমুদ, সরদার আবদুর রহমান (সম্পাদতি), আল মাহমুদ : অর্ধশত সাক্ষাৎকারে (ঢাকা: ঐতহ্যি,২০০৩). পৃ. ৬৪
৪. জাকির আবু জাফর, আল মাহমুদ : যেমন দেখেছি তাঁকে, সরল রেখা প্রকাশনি, ঢাকা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০০০
৫. আল মাহমুদ, সরদার আবদুর রহমান (সম্পাদিত), আল মাহমুদ : অর্ধশত সাক্ষাৎকারে (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৩), পৃ. ৬৪
৬. দৈনিক মিল্লাত : ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত) কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকাটি ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অধুনালুপ্ত দৈনিক মিল্লাত পত্রিকা নামে প্রকাশিত হত। যার সম্পাদকমন্ডলীর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবুল মনসুর আহমদ। (https://www.google.com/search?sca_esv)
৭. কাফেলা পত্রিকা : আবদুল আযীয আল আমান (১৯৩২ - ১৯৯৪) একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও প্রকাশক। ষাটের দশকে তিনি কাফেলা’ নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন যা বাংলা সাহিত্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সম্পাদিত ও নাজমুল হক প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাফেলা পত্রিকা প্রকাশ করেন, পরবর্তীতে কবি আল মাহমুদ কাফেলা পত্রিকার সহসম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।
(https://bn.wikipedia.org/wiki)

৮. দৈনিক ইত্তেফাক : দৈনিক ইত্তেফাক বাংলাদেশের বাংলা ভাষার একটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র। এটি বাংলা ভাষার প্রিন্ট সংস্করণ ছাড়াও ইংরেজি অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক হিসেবে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে এবং ২৫ ডিসেম্বর দৈনিকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপূর্বে ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট সাপ্তাহিক হিসেবে ইত্তেফাক যাত্রা শুরু করে, যার সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও প্রকাশক ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান। (দ্র: https://bn.wikipedia.org/wiki)

৯. আল মাহমুদ, যেভাবে বেড়ে উঠি, (ঢাকা, অনণ্যা প্রকাশনি, ২০২২খ্রি.), পৃ. ৫২

১০. গণকণ্ঠ: দৈনিক গণকণ্ঠ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা। ১৯৭২ সালে ১০ই জানুয়ারী ঢাকা থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি আল মাহমুদ। এটি জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রকাশক মনিরুল ইসলাম। এটির সম্পাদকীয় দপ্তর র‍্যাংকিন স্ট্রীটে অবস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আফতাব আহমদ এই পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনিই ছিলেন কার্যনির্বাহী সম্পাদক। পত্রিকাটির সরকারী-বিরোধী সাহসী অবস্থান সকলের দৃষ্টি কাড়ে। পরবর্তীতে পত্রিকাটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিশ্বাসীদের মুখপত্র বিশেষ করে জাতীয় সমাজতন্ত্রিক দল-এর মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক আল মাহমুদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। সরকার ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের সুযোগ প্রদান করে। ((https://bn.wikipedia.org/wiki/দৈনিক গণকণ্ঠ)

১১. শিল্পকলা একাডেমী : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র। এই একাডেমি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জাতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় বিকাশকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলার চর্চা ও বিকাশের উদ্দেশে ১৯৭৪ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ আইন দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে জাতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় বিকাশকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে গৃহীত "বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আইন ১৯৭৪(১৯৭৪ সালের আইন নং ৩১) অনুসারে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে কবি আল মাহমুদকে এ একাডেমীর মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন।
https://shilpakala.gov.bd)

১২. দৈনিক সংগ্রাম : সংগ্রাম একটি দৈনিক প্রকাশিত জাতীয় পত্রিকা। ১৯৭০ সালের ১৭ জানুয়ারি পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে। দৈনিক সংগ্রাম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা ভাষার জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র। সাইমুম সিরিজের লেখক আবুল আসাদ পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দৈনিক সংগ্রাম বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের সাথে সাথে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয় সমূহ প্রকাশ করে। একইসাথে এটি বিনোদন, ব্যবসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, খেলাধুলা, চলচ্চিত্র, ভ্রমণ, চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মানবাধিকার এবং অন্যান্য সংবাদও সরবরাহ করে। ১৯৯৩ সাল থেকে কবি এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। (https://bn.wikipedia.org/wiki/দৈনিক সংগ্রাম)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৩. সত্যযুগ : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত পরাগ পত্রিকায় সহ সম্পাদকের কাজ পান। সহসম্পাদক হিসাবে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও সত্যযুগ পত্রিকায় কাজ করেন। (https://bn.wikipedia.org/wiki//সত্য-যুগ,২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪খ্রি.)

১৪. বুদ্ধদেব বসু : বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যিক, সমালোচক, সম্পাদক। ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লায় জন্ম। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের মালখানগরে। জন্মের অল্প পরেই ধনুষ্টংকারে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং পিতা ঢাকা বারের উকিল ভূদেবচন্দ্র বসু পরিব্রজ্যা গ্রহণ করে নিরুদ্দেশ হন। এমতাবস্থায় বুদ্ধদেব মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হন। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ কাটে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকায়। ঢাকা থেকে প্রগতি ১৯২৭-১৯২৯) এবং কলকাতা থেকে কবিতা (১৯৩৫-১৯৬০) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্ম। (https://bn.wikipedia.org/wiki, ২৮ জানুয়ারী ২০২৪খ্রি.)।

১৫. কবি আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী : পঞ্চাশ দশক থেকে যে ক'জন প্রথম শ্রেণির কবি নিলস লিখে আসছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানান। অসংগতি, নানান বৈপরিত্য, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতা তিনি তাঁর লেখায় সাধারণ ভঙ্গীতে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে তুলে ধরে সমাজকে। সমাজের আদর্শিক রূপ নিয়ে বেঁচে থাকার ও ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা প্রতিহত করার; মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করণের প্রাণান্তর চেষ্টা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন।
(https://boiferry.com/author/abdur-rashid-wasequpuri)

১৬. ড. ফজলুল হক তুহিন, আল মাহমুদের কবিতা, ঢাকা, মাওলানা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ খ্রি.

১৭. আল মাহমুদ : কবির মুখ; ঢাকা, আদর্শ প্রকাশনী, ১ নভেম্বর, ২০১৮, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৮২

১৮. বাংলা একাডেমী : বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর (১৭ অগ্রাহায়ণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-পরবর্তী কালের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউজে এই একাডেমির সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। একাডেমির বর্ধমান হাউজে একটি 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' আছে।
(https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলা একাডেমী)

১৯. আল মাহমুদ, সরদার আবদুর রহমান (সম্পাদিত), আল মাহমুদ : অর্ধশত সাক্ষাৎকারে (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৩). পৃ. ৭৪

২০. প্রেক্ষণ, খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত, আল মাহমুদ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৫০